

**ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে**  
**কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্য**  
**তাফসীর ৩য় পত্র: আত তাফসীরুল ফিকহী-২**

**مجموعة (أ) : ترجمة الآيات مع التفسير**  
**ক অংশ: তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ**

**সূরা সাৰা (সূরা সাৰা)**

**প্রশ্ন: ২৩ | আয়াত নং ১ - ৬:**

الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة -  
وهو الحكيم الخبير - يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل  
من السماء وما يعرج فيها - وهو الرحيم الغفور - وقال الذين كفروا لا  
تأتينا الساعة - قل بلى وربى لتأتينكم - علم الغيب - لا يعزب عنه مثقال  
ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتب  
مبين - ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحة - أولئك لهم مغفرة ورزق  
كريم - والذين سعوا في ايتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز اليم -  
ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق - ويهدى إلى  
صراط العزيز الحميد -

**প্রশ্ন: ২৪ | আয়াত নং ১০ - ১৪:**

ولقد اتينا داود منا فضلا - يجال اوبي معه والطير - والناله الحديد - ان  
اعمل سبعة وقدر في السرد واعملوا صالحا - انى بما تعملون بصير -  
ولسليمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر - واسلنا له عين القطر - ومن  
الجن من يعلم بين يديه باذن ربه - ومن يزع منهم عن امرنا نذقه من  
عذاب السعير - يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب  
وقدور رسيدت - اعملوا ال داود شکرا - وقليل من عبادى الشکور - فلما  
قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الأرض تأكل منساته - فلما  
خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيمن -

**প্রশ্ন: ২৫ | আয়াত নং ১৫ - ১৯:**

لقد كان لسبا في مسكنهم آية - جنتن عن يمين وشمال - كلوا من رزق  
ربكم واشكروا له - بلدة طيبة ورب غفور - فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل

العمر وبدلهم بجنتيهم جنتين ذاتى اكل خمط واشل وشىء من سدر قليل - ذلك جزئهم بما كفروا - وهل نج زى الا الكفور - وجعلنا بينهم وبين القرى التي بركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير - سيروا فيها ليالي واياماً ممنين - فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلنهم احاديث ومزقفهم كل ممزق - ان فى ذلك لait لكل صبار شكور -

## (সূরা ফাতির) سورা ফাতির

প্রশ্ন: ২৬ | آয়াত নং ১ - ৮:

الحمد لله فاطر السموت والارض جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحة مثنى وثلث وربع - يزيد في الخلق ما يشاء - ان الله على كل شيء قادر - ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها - وما يمسك - فلا مرسل له من بعده - وهو العزيز الحكيم - يابها الناس اذكروا نعمت الله عليكم - هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض - لا الله الا هو - فانى تؤفكون - وان يكذبوا فقد كذبت رسل من قبلك - والى الله ترجع الامور -

প্রশ্ন: ২৭ | آয়াত নং ১৫ - ২৭:

يابها الناس انتم الفقراء الى الله - والله هو الغنى الحميد - ان يشاً يذهبكم ويات بخلق جديد - وما ذلك على الله بعزيز - ولا تزر وزرة وزر اخرى - وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى - انما تتذر الدين يخسون ربهم بالغريب واقاموا الصلوة - ومن تزكي فانما يتزكي لنفسه - والى الله المصير - وما يستوى الاعمى وال بصير - ولا الظلمت ولا النور - ولا الظل ولا الحرور - وما يستوى الاحياء ولا الاموات - ان الله يسمع من يشاء - وما انت بسمع من في القبور - ان انت الا نذير -

## (সূরা ইয়াসীন) سورা ইয়াসীন

প্রশ্ন: ২৮ | آয়াত নং ১ - ১১:

يس - والقرآن الحكيم - انك لمن المرسلين - على صراط مستقيم - تنزيل العزيز الرحيم - لتذر قوماً ما انذر اباوهم فهم غافلون - لقد حق القول على اكثراهم فهم لا يؤمنون - انا جعلنا في اعناقهم اغلالاً فهى الى الانفاق فهم مقمون - وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشينهم فهم لا

يَصْرُونَ - وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ إِمَّا لَمْ تَنذِرْهُمْ لَا يَؤْمِنُونَ - إِنَّمَا تَنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ - فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاجِرٍ كَرِيمٍ -

**آية: ২৯ | آيات نং ১২ - ১৯:**

إِنَّا نَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثْارَهُمْ - وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي أَمَامٍ مَبِينٍ - وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ - إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمَا اثْتَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ - قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مُثُلُّنَا - وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ - إِنَّمَا أَنْتُمْ إِلَّا تَكَذِّبُونَ - قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ - وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمَبِينُ - قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ - لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنْرَجِمْنَاكُمْ وَلَنْيَسْنَاكُمْ مِنَ عَذَابِ الْيَمِّ - قَالُوا إِنَّ طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ - إِنَّمَا ذَكَرْنَا بِكُمْ - بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرَفُونَ -

**آية: ৩০ | آيات نং ৩৭ - ৪২:**

وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْيَلَىٰ - نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ - وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرَرٍ لَهَا - ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - وَالقَمَرُ قَدْرُنَاهُ مَنَازِلٌ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعَرْجُونَ الْقَدِيمِ - لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلَىٰ سَابِقُ النَّهَارِ - وَكُلُّ فَلَكٍ يَسْبِحُونَ - وَإِيَّاهُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ - وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مُثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ -

**آية: ৩১ | آيات نং ৭৭ - ৮১:**

أَوْ لَمْ يَرِيَ الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مَبِينٌ - وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَى خَلْقَهُ - قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعَظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قَلْ يَحْبِبُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مَرَةً - وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ - الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تَوَقَّدُونَ - أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ - بَلِّي - وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ -

## সূরা সাবা (সূরা سباء)

প্রশ্ন - ২৩: আয়াত নং: ১ - ৬

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ... وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ  
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

### ১. মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) - مقدمة

সূরা সাবার এই প্রারম্ভিক আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান এবং কিয়ামত দিবসের অনিবার্যতা তুলে ধরা হয়েছে। কাফিররা কিয়ামতকে অস্বীকার করত, আল্লাহ তা'আলা শপথ করে এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন এবং মুমিনদের পুরস্কার ও অস্বীকারকারীদের শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

### ২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আখিরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।
- আয়াত নং ২: তিনি জানেন যা কিছু মাটিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়; আর যা আকাশ থেকে নামে এবং যা আকাশে আরোহণ করে। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।
- আয়াত নং ৩: আর কাফিররা বলে—‘আমাদের কাছে কিয়ামত আসবে না।’ বলুন—‘কেন আসবে না? আমার রবের শপথ! তা অবশ্যই তোমাদের কাছে আসবে। তিনি অদ্য সম্পর্কে জ্ঞানী। আসমান ও জমিনের অগু পরিমাণ কিংবা তার চেয়ে ছোট বা বড় কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নেই; বরং সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুজে) রয়েছে।’
- আয়াত নং ৪: যাতে তিনি যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের প্রতিদান দিতে পারেন। তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।
- আয়াত নং ৫: আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি।

- আয়াত নং ৬: আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা জানে যে, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে তা সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়।

### ৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা)

- **আল-হামদুলিল্লাহ (الحمد لله):** দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করে প্রশংসা করে, আর আখিরাতে মুমিনরা জানাত পেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবে। তাই উভয় জগতে প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।
- **সর্বব্যাপী জ্ঞান:** মাটির নিচে বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে শুরু করে মৃতদেহের অবস্থান—সবই আল্লাহ জানেন। বৃষ্টির অবতরণ আর ফেরেশতা ও আমলের উর্ধ্বর্গমন—সবই তাঁর নখদর্পণে।
- **কিয়ামতের শপথ:** কাফিরদের সন্দেহের জবাবে আল্লাহ নিজের সন্তান শপথ করে বলেছেন যে, কিয়ামত আসবেই।
- **অণু পরিমাণ জ্ঞান (مِنْقَالْ ذِرَّة):** আল্লাহর ইলম থেকে ক্ষুদ্রতম কণা বা অদৃশ্য কোনো কিছুই গোপন থাকে না। এই জ্ঞানই প্রমাণ করে তিনি বিচার করতে সক্ষম।
- **রিজিকুল কারীম (رِزْقُ كَرِيم):** এর দ্বারা জান্মাতের সম্মানজনক জীবিকা ও নিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে, যা কোনো কষ্ট বা ক্লেশ ছাড়াই পাওয়া যাবে।

### ৪. খাতিমা - উপসংহার)

এই আয়াতগুলো তাওহীদ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে। আল্লাহর জ্ঞান অসীম এবং কিয়ামত সত্য—এই বিশ্বাসই মানুষকে নেক আমলের দিকে ধাবিত করে।

প্রশ্ন – ২৪: আয়াত নং: ১০ – ১৪

وَلَقْدَ آتَيْنَا دَأْوَدَ مِنَّا فَضْلًا ... مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ○

## ১. মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) - مقدمة

এই আয়াতগুলোতে হ্যরত দাউদ (আ) ও সুলাইমান (আ)-এর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও মু'জিয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লোহাকে নরম করা, বাতাস ও জিনদের নিয়ন্ত্রণ করার মতো অলৌকিক ক্ষমতার পাশাপাশি কৃতজ্ঞতার শিক্ষা এবং জিনদের ‘অদ্য্যের জ্ঞান’ না থাকার বিষয়টি এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে।

## ২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১০: আর আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে মর্যাদা দান করেছি। (আমি আদেশ করলাম)—‘হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে বারবার তাসবীহ পাঠ করো এবং পাখিরাও।’ আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।
- আয়াত নং ১১: (আদেশ দিলাম এই মর্মে যে) তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করো এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করো। আর তোমরা সৎকর্ম করো; নিশ্চয়ই তোমরা যা করো আমি তা দেখি।
- আয়াত নং ১২: আর সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম বাতাসকে; সকালে তার চলার পথ ছিল এক মাসের এবং সন্ধ্যায় তার চলার পথ ছিল এক মাসের। আমি তার জন্য গলিত তামার ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। আর জিনদের মধ্যে অনেকে তার রবের আদেশে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার আদেশ অমান্য করত, তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাতাম।
- আয়াত নং ১৩: তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউসের মতো বড় পাত্র এবং চুম্বিতে বসানো বিশাল ডেকচি তৈরি করত। (আমি বললাম)—‘হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করো।’ আর আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ বান্দা অঞ্জই।
- আয়াত নং ১৪: অতঃপর যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন মাটির পোকা (উইপোকা) ছাড়া আর কিছুই জিনদের তার মৃত্যুর কথা জানায়নি; যা তার লাঠি খাচ্ছিল। যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা

বুবতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের খবর জানত, তবে তারা (মৃত্যুর পরেও ভয়ে) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে (কঠিন শ্রমে) আবদ্ধ থাকত না।

### ৩. তাফসীর (تفسير) - ব্যাখ্যা

- **লোহা নরম হওয়া:** হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ লোহাকে মেমের মতো নরম করে দিয়েছিলেন। তিনি আগুন ও হাতুড়ি ছাড়াই হাত দিয়ে লোহা বাঁকিয়ে বর্ম'তৈরি করতেন। এটি ছিল তাঁর মু'জিয়া ও হালাল উপার্জনের মাধ্যম।
- **বাতাস নিয়ন্ত্রণ:** হযরত সুলাইমান (আ)-এর তখত বা সিংহাসনকে বাতাস বহন করে নিয়ে যেত। এক বেলার পথ ছিল সাধারণ মানুষের এক মাসের পথের সমান।
- **জিনদের বশ্যতা:** জিনরা সুলাইমান (আ)-এর নির্দেশে বিশাল অট্টালিকা ও ভারী নির্মাণ কাজ করত। অবাধ্য হলে তাদের আগুনের শাস্তি দেওয়া হতো।
- **অঙ্গ কৃতজ্ঞ বান্দা (قليل من عبادي الشكور):** নিয়ামত পাওয়া সহজ, কিন্তু তার যথাযথ শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায় করা কঠিন। মৌখিক শুকরিয়ার চেয়ে আমলের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- **জিনদের অভ্যন্তর:** সুলাইমান (আ) লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইন্টেকাল করেন। জিনরা মনে করেছিল তিনি জীবিত, তাই তারা ভয়ে কাজ করতে থাকে। যখন উইপোকা লাঠি খেয়ে ফেলে এবং তিনি পড়ে যান, তখন প্রমাণিত হয় যে জিনরা 'ইলমে গাইব' (অদৃশ্য জ্ঞান) জানে না। জানলে তারা মৃত নবীর ভয়ে এতদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটত না।

### ৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার

ক্ষমতা ও প্রযুক্তি আল্লাহর দান। নবীদের জীবনী থেকে শিক্ষা হলো—ক্ষমতা থাকলে অহংকার নয়, বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর গায়িবের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন।

প্রশ্ন - ২৫: আয়াত নং: ১৫ – ১৯

لَقَدْ كَانَ لِسَبِّا فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ○

## ১. মুকাদ্দিমা (মুকাদ্দিমা - ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে ইয়েমেনের ‘সাবা’ সম্প্রদায়ের উথান ও পতন বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামত ও নিরাপত্তার অকৃতজ্ঞতা করার কারণে কীভাবে একটি সমৃদ্ধ জাতি ও তাদের সুজলা-সুফলা জনপদ বন্যায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তা এখানে শিক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

## ২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১৫: নিচ্যই সাবা অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নির্দশন—দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে ও একটি বামদিকে। (তাদের বলা হয়েছিল)—‘তোমরা তোমাদের রবের রিজিক খাও এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। একটি পবিত্র ও উত্তম শহর এবং একজন ক্ষমাশীল রব!’
- আয়াত নং ১৬: কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের ওপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা (সাইলে আরিম) এবং তাদের উদ্যান দুটিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে, যাতে ছিল বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কিছু কুলগাছ।
- আয়াত নং ১৭: আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরির কারণে। আমি কি অকৃতজ্ঞ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেই?
- আয়াত নং ১৮: আর আমি তাদের (জনপদ) ও যেসব জনপদে বরকত দিয়েছিলাম (শাম দেশ), তার মাঝখানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা রেখেছিলাম। (বলেছিলাম)—‘তোমরা এগুলোতে দিনে ও রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করো।’
- আয়াত নং ১৯: অতঃপর তারা বলল—‘হে আমাদের রব! আমাদের ভ্রমণের দূরত্ব বাড়িয়ে দিন (আমরা এত আরাম চাই না)।’ তারা

নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনিতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দেশন রয়েছে।

### ৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা)

- **বালদাতুন তাফ্যিবাহ (بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ):** সাবা বা শেবা রাজ্য ছিল অত্যন্ত উর্বর। সেখানে কোনো মশা-মাছি বা ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় ছিল না। আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত মনোরম।
- **সাইলে আরিম (سَيْلُ الْعَرْم):** তারা যখন নবীদের দাওয়াত ও আল্লাহর শুকরিয়া প্রত্যাখ্যান করল, তখন আল্লাহ বাঁধভাঙ্গা বন্যা বা ইঁদুরের মাধ্যমে বাঁধ ছিদ্র করে ভয়াবহ প্লাবন সৃষ্টি করলেন। ফলে তাদের সব সুস্থাদু ফলের বাগান ধ্বংস হয়ে তিতা ও কাঁটাযুক্ত জঙ্গলে পরিণত হলো।
- **নিরাপদ ভ্রমণ:** ইয়েমেন থেকে শাম (সিরিয়া) পর্যন্ত তাদের বাণিজ্য পথ ছিল অত্যন্ত নিরাপদ ও জনবসতিপূর্ণ। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম দেখা যেত, কোথাও পানি বা বিশ্রামের অভাব হতো না।
- **অকৃতজ্ঞতার পরিণাম:** বনি ইসরাইল যেমন মান্না-সালওয়া ছেড়ে ডাল-পেঁয়াজ চেয়েছিল, তেমনি সাবাবাসীরা আরামদায়ক সফর পছন্দ করল না। তারা বলল, এই সফর একঘেয়ে, আমরা চাই দীর্ঘ নির্জন পথ। এই অকৃতজ্ঞতার ফলে আল্লাহ তাদের দলবদ্ধ জাতিকে ছিন্নভিন্ন করে ছিটিয়ে দিলেন। আরবদের মধ্যে প্রবাদ হয়ে গেল—‘সাবার হাতের মতো বিছিন্ন’।

### ৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার)

নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তা বৃদ্ধি পায়, আর নাশোকরি করলে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সাবা জাতির ধ্বংসাবশেষ কিয়ামত পর্যন্ত অকৃতজ্ঞদের জন্য এক সর্তর্কবার্তা।

## সূরা ফাতির (সূরা ফাতির)

প্রশ্ন – ২৬: আয়াত নং: ১ – ৮

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ... فَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰيْمٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ

### ১. মুকাদ্দিমা (মুকাদ্দিমা) - ভূমিকা

এই সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, ফেরেশতাদের সৃষ্টি এবং তাদের ডানার বর্ণনা, এবং বিশ্বজাহানে আল্লাহর রহমতের একচ্ছত্র মালিকানার বিষয় আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও শয়তানের প্রতারণা থেকে সতর্ক করে মুমিনদের আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

### ২. তরজমা (অনুবাদ) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের আদি স্তুপ, যিনি ফেরেশতাদের বানিয়েছেন বার্তা-বাহক—যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।
- আয়াত নং ২: আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন, তা আটকে রাখার কেউ নেই; আর যা তিনি আটকে রাখেন, এরপর তা ছাড়ারও কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
- আয়াত নং ৩: হে মানুষ! তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি কোনো স্তুপ আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিজিক দেয়? তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?
- আয়াত নং ৪: আর যদি তারা আপনাকে মিথ্যা মনে করে, তবে আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা মনে করা হয়েছে। আর সব বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।
- আয়াত নং ৫: হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন কিছুতেই তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই মহাপ্রতারক (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের ধোঁকা না দেয়।

- আয়াত নং ৬: নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শক্তি, অতএব তাকে শক্তি হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তো তার অনুসারীদের আহ্লান করে—যাতে তারা জাহানামী হয়।
- আয়াত নং ৭: যারা কুফরি করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আজাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।
- আয়াত নং ৮: যাকে তার মন্দ কাজ শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, ফলে সে তাকে উত্তম মনে করে, (সে কি তার সমান যে সৎপথ পেয়েছে?) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। সুতরাং তাদের জন্য আফসোস করে আপনি নিজেকে ধ্বংস করবেন না। তারা যা করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

### ৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা)

- **ফাতির (فاطر):** এর অর্থ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী বা আদি স্থান। আল্লাহ আসমান-জমিনকে কোনো পূর্বনমূল ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।
- **ফেরেশতাদের ডানা:** আল্লাহ ফেরেশতাদের বিভিন্ন আকৃতি ও ডানাবিশিষ্ট করেছেন। জিবরান্দিল (আ)-এর ৬০০ ডানা রয়েছে। ‘সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন’—এর দ্বারা ফেরেশতাদের ডানা, মানুষের সৌন্দর্য, বা কঠস্বরের মাধুর্য বোঝানো হয়েছে।
- **রহমতের চাবি:** বৃষ্টি, জ্ঞান, হিদায়াত বা সুস্থিতা—আল্লাহ যা দিতে চান, তা কেউ আটকাতে পারে না। আর তিনি না দিলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তা দিতে পারে না।
- **আল-গারুর (الغور):** এর অর্থ মহাপ্রতারক বা শয়তান। শয়তান মানুষকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে পাপে লিপ্ত করে; যেমন—‘আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পাপ করলে সমস্যা নেই’—এমন মিথ্যা আশা দিয়ে সে মানুষকে ধোঁকা দেয়।

## ৪. খাতিমা - উপসংহার

এই আয়াতগুলো তাওহীদ ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করে। শয়তানের শক্রতা সম্পর্কে সচেতন থেকে আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করাই মুমিনের কাজ।

প্রশ্ন - ২৭: আয়াত নং: ১৫ - ২৭

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ... إِنَّمَا يَخْشَى  
اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْغُلْمَانُ

### ১. মুকাদ্দিমা - ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে মানুষের অসহায়ত্ব এবং আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোৰা বইবে না—এই চিরন্তন সত্যের পাশাপাশি মুমিন (দৃষ্টিমান) ও কাফিরের (অন্ধ) পার্থক্য এবং প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় নির্দর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করা হয়েছে।

### ২. তরজমা - ترجمة) - অনুবাদ)

- আয়াত নং ১৫: হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ— তিনিই অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।
- আয়াত নং ১৬: তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।
- আয়াত নং ১৭: আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।
- আয়াত নং ১৮: কোনো বহনকারী অন্যের (পাপের) বোৰা বহন করবে না। কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোৰা বহনের জন্য কাউকে ডাকে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না—যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়। আপনি তো কেবল তাদেরই সতর্ক করতে পারেন, যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। আর যে নিজেকে পরিশোধন করে, সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। আর প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই।

- আয়াত নং ১৯-২২: অঙ্গ (কাফির) ও দৃষ্টিমান (মুমিন) সমান নয়। অন্ধকার ও আলো সমান নয়। ছায়া ও রোদের তাপ সমান নয়। জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনান; কিন্তু আপনি কবরবাসীকে শোনাতে পারবেন না।
- আয়াত নং ২৩: আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী।
- আয়াত নং ২৪: আমি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। এমন কোনো জাতি নেই, যার কাছে সতর্ককারী আসেনি।
- আয়াত নং ২৫: তারা যদি আপনাকে মিথ্যা মনে করে, তবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা মনে করেছিল; তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণ, গ্রন্থ ও দীপ্তিময় কিতাবসহ।
- আয়াত নং ২৬: অতঃপর আমি কাফিরদের পাকড়াও করেছিলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি!
- আয়াত নং ২৭: আপনি কি দেখেন না, আল্লাহর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন? অতঃপর তা দিয়ে আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদগত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে সাদা ও লাল রঙের বিভিন্ন স্তরের পথ এবং কোনোটি নিকষ কালো।

### ৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা)

- **ফুকারা (الفقير):** মানুষ স্বভাবগতভাবেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী (Faqriz biz-zat)। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই আল্লাহর রহমত ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারে না। আল্লাহ ‘গনী’ বা ধনী, অর্থাৎ তিনি কারও তোয়াক্তা করেন না।
- **বোৰা বহন (لا تزر وازرة):** পরকালে পিতা পুত্রের বা বন্ধু বন্ধুর পাপের বোৰা নেবে না। দুনিয়াতে একজন আরেকজনের উপকার করতে পারলেও আখিরাতে ‘নফসি নফসি’ অবস্থা হবে।

- **অন্ধ ও চক্ষুঘান:** এখানে অন্ধ দ্বারা কাফির বা পথভ্রষ্ট এবং চক্ষুঘান দ্বারা মুমিন বা হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। জীবিত দ্বারা মুমিনের জীবিত অন্তর এবং মৃত দ্বারা কাফিরের মৃত অন্তরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- **প্রকৃতির বৈচিত্র্য:** একই পানি থেকে বিভিন্ন রঙের ফল এবং পাহাড়ের বিভিন্ন রঙের শিলাস্তর আল্লাহর অসীম কুদরত ও নিপুণ কারুকার্যের প্রমাণ।

## ৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার

মানুষের অহংকার করার কিছু নেই, কারণ সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর মুখাপেক্ষী। নিজের আমল নিজেকেই সংশোধন করতে হবে, কারণ পরকালে কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না।

## সূরা ইয়াসীন (سورة يس)

**প্রশ্ন** – ২৮: আয়াত নং: ১ – ১১

يس ﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ... فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ﴾  
وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾

## ১. মুকাদ্দিমা (مقدمة) - ভূমিকা

সূরা ইয়াসীনকে ‘কুরআনের হৎপিণ্ড’ বলা হয়। এই সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর রিসালাতের সত্যতা শপথের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। মক্কার কাফিরদের হঠকারিতা এবং তাদের ঈমান না আনার মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো এখানে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

## ২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ১: ইয়াসীন।
- আয়াত নং ২: শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের।
- আয়াত নং ৩: নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।
- আয়াত নং ৪: সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

- আয়াত নং ৫: (এই কুরআন) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ।
- আয়াত নং ৬: যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি; ফলে তারা গাফেল হয়ে আছে ।
- আয়াত নং ৭: তাদের অধিকাংশের ওপর (শাস্তির) বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না ।
- আয়াত নং ৮: নিশ্চয়ই আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়েছি এবং তা চিবুক পর্যন্ত (পৌঁছেছে); ফলে তাদের মস্তক ওপরে উঠে আছে (তারা সত্য দেখতে পায় না) ।
- আয়াত নং ৯: আর আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি; ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না ।
- আয়াত নং ১০: আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না ।
- আয়াত নং ১১: আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে । অতএব আপনি তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন ।

### ৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা)

- **ইয়াসীন (پس):** এটি হ্রফে মুকাব্বা‘আত । ইবনে আবুবাস (রা.)-এর মতে, এর অর্থ ‘হে মানুষ’ বা ‘হে মানব’ (অর্থাৎ মুহাম্মদ সা.) । এটি রাসূল (সা.)-এর একটি নাম হিসেবেও প্রসিদ্ধ ।
- **রিসালাতের শপথ:** কাফিররা নবীজিকে অস্বীকার করত । আল্লাহ কুরআনের শপথ করে বললেন, আপনি অবশ্যই রাসূল এবং সঠিক পথে আছেন ।
- **গলায় বেড়ি ও প্রাচীর:** এটি কাফিরদের হঠকারিতার একটি দৃষ্টান্ত । অহংকার ও কুসংস্কারের কারণে তারা এমনভাবে মাথা উঁচু করে আছে

যে, পায়ের নিচের সত্য (হেদায়েত) দেখতে পায় না। তাদের সামনে ও পেছনে পাপের প্রাচীর তৈরি হয়েছে, ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেছে।

- **সতর্কীকরণ:** যার অন্তরে সত্য গ্রহণের ইচ্ছা আছে, কেবল তার জন্যই সতর্কবাণী কার্য্যকর হয়। যার অন্তর মরে গেছে, তাকে দাওয়াত দেওয়া বা না দেওয়া সমান।

#### ৪. খাতিমা - উপসংহার)

এই আয়াতগুলো রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করে এবং শিক্ষা দেয় যে, হিদায়াত কেবল তাদের ভাগ্যে জুটে যারা সত্য অনুসন্ধানে বিনয়ী এবং আল্লাহকে ভয় করে।

#### প্রশ্ন – ২৯: আয়াত নং: ১২ – ১৯

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ ... قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعْلُومٌ  
أَإِنْ ذُكْرُنَا بِلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

#### ১. মুকাদ্দিমা - ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে কিয়ামতের দিন আমলনামা ও মানুষের রেখে যাওয়া কর্মের হিসাব এবং একটি প্রতিহাসিক জনপদের (আসহাবে কারইয়াহ) কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। জনপদবাসীরা কীভাবে তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলদের অঙ্গীকার করেছিল এবং তাকে অশুভ লক্ষণ মনে করেছিল—তা এখানে শিক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

#### ২. তরজমা - অনুবাদ)

- আয়াত নং ১২: নিচয়ই আমি মৃতদের জীবিত করি এবং তারা যা অগ্রে প্রেরণ করে ও তাদের যেসব কীর্তি পশ্চাতে রেখে যায়, তা আমি লিখে রাখি। আর সব কিছুই আমি স্পষ্ট কিতাবে (ইমামুম মুবীন) সংরক্ষিত রেখেছি।
- আয়াত নং ১৩: আপনি তাদের কাছে সেই জনপদবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিলেন।

- **আয়াত নং ১৪:** যখন আমি তাদের কাছে দুজনকে পাঠিয়েছিলাম, তখন তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। অতঃপর আমি তৃতীয় একজনকে দিয়ে শক্তিশালী করলাম। তারা সবাই বলল—‘আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।’
- **আয়াত নং ১৫:** তারা (গ্রামবাসী) বলল—‘তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ; দয়াময় আল্লাহ কিছুই নাজিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।’
- **আয়াত নং ১৬:** রাসূলগণ বললেন—‘আমাদের রব জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।’
- **আয়াত নং ১৭:** ‘আর স্পষ্টভাবে বার্তা পোঁছে দেওয়াই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।’
- **আয়াত নং ১৮:** তারা বলল—‘আমরা তোমাদেরকে অঙ্গজনক (কুলক্ষণ) মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমরা পাথর মেরে তোমাদের হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসবে।’
- **আয়াত নং ১৯:** রাসূলগণ বললেন—‘তোমাদের অঙ্গল তো তোমাদের সাথেই (তোমাদের কর্মের ফল)। তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে বলেই কি (তোমরা এমন করছ)? বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।’

### ৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা)

- **আসার (أَتَّ):** মানুষের মৃত্যুর পর যেসব ভালো বা মন্দ কাজের প্রভাব দুনিয়াতে রয়ে যায় (যেমন: সদকায়ে জারিয়া বা কোনো পাপের প্রথা চালু করা), আল্লাহ তাও লিখে রাখেন।
- **আসহাবে কারইয়াহ (জনপদবাসী):** অধিকাংশ মুফাসিসেরের মতে, এই জনপদটি ছিল ‘আন্তাকিয়া’ (Antioch)। আল্লাহ সেখানে ঈসা (আ)-এর তিনজন হাওয়ারী বা দৃত পাঠিয়েছিলেন।

- **ত্বা-ইরুকা (طائركم):** আরবরা পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ণয় করত। জনপদবাসীরা নবীদের আগমনকে অশুভ মনে করেছিল। নবীরা উভয় দিলেন, দুর্ভাগ্যের কারণ তোমাদের কুফরি ও পাপাচার, আমাদের দাওয়াত নয়।

## ৪. খাতিমা (خاتمة) - উপসংহার

মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ ও প্রভাব লিপিবদ্ধ হচ্ছে। বিপদে পড়লে সত্য প্রচারকদের দোষারোপ না করে নিজের আমল সংশোধন করাই মুক্তির পথ।

**প্রশ্ন – ৩০:** আয়াত নং: ৩৭ – ৪২

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ○ ... وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكِبُونَ ○

## ১. মুকাদ্দিমা (مقدمة) - ভূমিকা

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মহাবিশ্বের বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী—রাত-দিনের পরিবর্তন, সূর্য ও চন্দ্রের সুশৃঙ্খল আবর্তন এবং নৌযানের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তাঁর একত্ববাদ ও কুদরতের প্রমাণ পেশ করেছেন।

## ২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ

- আয়াত নং ৩৭: তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো রাত; আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে ঢেকে যায়।
- আয়াত নং ৩৮: এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে। এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।
- আয়াত নং ৩৯: আর চাঁদের জন্য আমি বিভিন্ন মঞ্জিল (পরিক্রমণ পথ) নির্ধারণ করেছি; অবশেষে তা (সরু ও বাঁকা হয়ে) পুরোনো খেজুর ছড়ির মতো হয়ে যায়।

- আয়াত নং ৪০: সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরে ফেলা এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে ছাড়িয়ে আগে চলে যাওয়া। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে (বিচরণ করছে)।
- আয়াত নং ৪১: তাদের জন্য একটি নির্দশন হলো যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছি।
- আয়াত নং ৪২: আর আমি তাদের জন্য এর অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।

### ৩. তাফসীর (تفسير) - ব্যাখ্যা

- **নাসলাখু (نسلخ):** এর অর্থ চামড়া খসানো। আল্লাহ দিনের আলো থেকে রাতকে এমনভাবে বের করে আনেন, যেমন পশু থেকে চামড়া খসানো হয়।
- **লি মুস্তাকারিল লাহা (لمستقر لها):** সূর্যের গন্তব্য বা অবস্থানস্থল। এর দ্বারা সৌরজগতের নির্দিষ্ট কক্ষপথ অথবা কেয়ামতের দিন সূর্যের চূড়ান্ত গন্তব্যকে বোঝানো হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান মতে, সূর্য তার সৌরজগত নিয়ে ‘সোলার অ্যাপেক্স’ বা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ধাবমান।
- **উরজুনিল কাদীম (العرجون القديم):** খেজুরের ছাড়ি পুরোনো হলে যেমন শুকিয়ে বাঁকা ও হলুদ হয়ে যায়, চাঁদও মাসের শেষে সরু ও বাঁকা হয়ে সেই আকৃতি ধারণ করে।
- **কক্ষপথের শৃঙ্খলা:** মহাকাশীয় পিণ্ডগুলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না; কারণ সবাই আল্লাহর নির্দেশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভাসছে।
- **নৌযান ও যানবাহন:** নূহ (আ)-এর কিশতী এবং আধুনিক যুগের জাহাজ, বিমান ও গাড়ি—সবই আল্লাহর করুণা ও কুদরতের দান।

### ৪. খাতিমা (ختامة) - উপসংহার

মহাকাশের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা প্রমাণ করে যে, এই বিশ্বজগতের একজন মহাবিজ্ঞানী পরিচালক আছেন, যিনি একক ও অদ্বিতীয়।

প্রশ্ন - ৩১: আয়াত নং: ৭৭ – ৮১

أَوْلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَا مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿... بَلَى وَهُوَ  
الْخَلَقُ الْعَلِيمُ﴾

### ১. মুকাদ্দিমা (মقدمة) - ভূমিকা)

এই আয়াতগুলো সূরা ইয়াসীনের শেষ অংশের। এখানে মক্কার কাফিরদের পুনরুত্থান বা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া নিয়ে সন্দেহের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হয়েছে। পচা হাড় কীভাবে জীবিত হবে—এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ যুক্তি ও উপমা দিয়ে তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন।

### ২. তরজমা (ترجمة) - অনুবাদ)

- আয়াত নং ৭৭: মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু (বীর্য) থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতারিক।
- আয়াত নং ৭৮: সে আমার সম্পর্কে উপমা পেশ করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে—‘হাড়গুলো যখন পচে গলে যাবে, তখন কে এগুলোকে জীবিত করবে?’
- আয়াত নং ৭৯: বলুন—‘তিনিই এগুলোকে জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার এগুলো সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।’
- আয়াত নং ৮০: যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন, অতঃপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও।
- আয়াত নং ৮১: যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই (সক্ষম); আর তিনি মহাশৃষ্টা, সর্বজ্ঞ।

### ৩. তাফসীর (تفسیر) - ব্যাখ্যা)

- শানে নুয়ুল: উবাই বিন খালফ বা আস বিন ওয়াইল একটি পচা হাড় হাতে নিয়ে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাসূল (সা.)-এর মুখের দিকে ফুঁ দিয়ে

বলেছিল, ‘হে মুহাম্মদ! আল্লাহ কি এই পচা হাড় জীবিত করবেন?’ তখন  
এই আয়াত নাজিল হয়।

- **প্রথম সৃষ্টির যুক্তি:** কোনো কিছু প্রথমবারের মতো তৈরি করা কঠিন, কিন্তু  
পুনরায় তৈরি করা সহজ। আল্লাহ যিনি মানুষকে ‘নাই’ থেকে সৃষ্টি  
করেছেন, তাঁর পক্ষে পচা হাড় থেকে পুনরায় মানুষ সৃষ্টি করা মোটেও  
কঠিন নয়।
- **সবুজ গাছ ও আগুন:** সাধারণত পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ  
সবুজ (ভেজা) গাছ (যেমন—আরব দেশের মাঝখণ্ড ও আফার গাছ) থেকে  
আগুন বের করার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ তিনি বিপরীতধর্মী জিনিস থেকে  
জীবন দিতে পারেন।
- **আসমান-জমিনের সৃষ্টি:** মানুষের সৃষ্টি আসমান-জমিন সৃষ্টির চেয়ে তুচ্ছ  
ব্যাপার। যিনি বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য ক্ষুদ্র মানুষকে  
পুনরায় সৃষ্টি করা অতি সহজ।

#### ৪. খাতিমা ( خاتمه ) - উপসংহার)

পুনরুত্থান বা হাশর যৌক্তিক ও নিশ্চিত সত্য। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার সামনে  
কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। এই বিশ্বাস মুমিনকে আখিরাতমুখী করে।

---